যুগান্তর

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

APR 06 2002

বোর্ড প্রশ্নপত্রে ভুল

বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে ভুল থাকা এখন আর নতুন কোন ব্যাপার নয়। চলতি এসএসসি পরীক্ষায় বিভিন্ন বোর্ডের বিভিন্ন বিষয়ের প্রশ্নপত্রে ক্রমাগত বিভিন্নধর্মী ভুলের খবর সাম্প্রতিক 'পত্রপত্রিকায় পড়ে ব্যথিত হলাম। প্রশ্নপত্রে ভুল হওয়া এখন আমাদের ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে। ভুল তিন রকম হতে পারে– ১. মুদ্রণজনিত ভুল ২. তত্ত্ব-তথ্য তথা বিষয়গত ভুল এবং ৩. সিলেবাস পরিপন্থী বা সিলেবাস বহির্ভূত প্রশ্ন। উল্লিখিত তিন প্রকার ভুলের কোনটার জন্যই বোর্ড কর্তৃপক্ষ প্রত্যক্ষভাবে দায়ী নন, কেননা প্রশ্নপত্রের পাণ্ডুলিপি সিলমোহরকৃত খামে বন্ধ থাকে এবং বোর্ড কর্তৃপক্ষের তা খুলে দেখার সুযোগ নেই।

প্রথমোক্ত ভুলের জন্য বিজি প্রেস কর্তৃপক্ষই সম্পূর্ণ দায়ী। ২ ও ৩ নম্বরে উল্লিখিত ভুলের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রশ্নপ্রণেতা ও প্রশ্ন মডারেটরগণই প্রত্যক্ষভাবে ১০০ ভাগ দায়ী। অবশ্য এক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে হলেও বোর্ড কর্তৃপক্ষ দায় একেবারে এড়াতে পারেন না। কারণ প্রশ্নপ্রণেতা ও প্রশ্ন মডারেটর সরাসরি নিয়োগদান করেন বোর্ড কর্তৃপক্ষ নিজে। এ কাজটা জাতীয়ভাবে এত গুরুদায়িত্বপূর্ণ যা লাখ লাখ পরীক্ষার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ করে। দেশের লাখ লাখ পরীক্ষার্থী মাত্র দু'একজনের দায়িত্বে অবহেলা ও গাফিলতির খেসারত দেবে বিনাদোষে বছরের পর বছর, আর দোষী ও দায়ী ব্যক্তি বহাল তবিয়তে থেকে এহেন ভুল করতেই থাকবে সবার অলক্ষ্যে, কোন প্রতিকার হবে না– তা হতে পারে না। এসব ভুলের জন্য যারাই দায়ী, নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক– গোপনীয়ভাবে নয়, প্রকাশ্যে সবার অবগতির জন্য। যাতে অনুরূপ ভুলের পুনরাবৃত্তি না ঘটে অন্যের বেলায়ও। শাস্তি শুধু চিরতরে ব্ল্যাকলিস্ট করা নয়, সেই সঙ্গে অর্থদণ্ডেরও ব্যবস্থা করা হোক। সংশ্লিষ্ট ভুল প্রশ্নটির জন্য নির্বাহী আদেশে পরীক্ষার্থীদের নির্ধারিত নম্বর প্রদান করলেই পরীক্ষার্থীদের যথাযথ ক্ষতিপূরণ প্রদান হয় না।

পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ত্রুটিমুক্ত ও পরীক্ষা নকলমুক্ত করার পক্ষে ইতিপূর্বে বহুবার অনুরূপ প্রস্তাব ও পরামর্শ রেখেছি বিভিন্ন পত্রিকার পাতায়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ইতিবাচক কিছু না হওয়াতে হতাশ হয়েছি। আজ পুনর্বার এ প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তথা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আশু দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক